যুগান্তর

তারিখ 15 MAY 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

শিক্ষক নিবন্ধন সনদের মেয়াদ আজীবন বহাল রাখার সিদ্ধান্ত

মুশতাক আহমদ

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা দেশের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জনকারী 'বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষে'র (এনটিআরসিএ) সনদের মেয়াদ তুলে দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে এ সনদের মেয়াদ ৫ বছর ধরা হয়। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জীবনে একবার পাস করলেই চাকরির বয়স থাকা পর্যন্ত তা বহাল থাকবে। ফলে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৪ লক্ষাধিক শিক্ষক, প্রার্থী এবং শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহীদের দুশ্চিন্তার অবসান ঘটছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, নতুন এই নির্দেশনাসংবলিত প্রজ্ঞাপনও দু-একদিনের মধ্যে জারি হবে। একজন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির মামলা আর শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষক

চার লক্ষাধিক প্রার্থীর দুশ্চিন্তার অবসান

নিয়োগের লক্ষ্যে ২০০৫ সালে সরকারি এক সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এনটিআরসিএ গঠিত হয়। পরের বছর এ ব্যাপারে একটি বিধিমালা তৈরি করা হয়। তবে ২০০৫ সালেই সরকার প্রথম নিবন্ধন পরীক্ষা নেয় এবং অর্ধ লক্ষাধিক প্রার্থীকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের যোগ্য বলে সনদ দেয়। ওই সনদের নিচে ফল প্রকাশের তারিখ থেকে মেয়াদ ৫ বছর লেখা থাকে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে, নির্দিষ্ট ৫ বছরের মধ্যে অনেকেই এ সনদ দিয়ে স্কুল-কলেজ কিংবা মাদ্রাসায় চাকরি নিতে পারেন না। সেক্ষেত্রে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের দ্বিতীয়বার একই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন লেখাপড়া থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে যেমন অনেকেই দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় পাস করেন না, আবার অনেকেরই সে আগ্রহ থাকে না। এ পরিস্থিতিতে এ যাবৎ এনটিআরসিএর ৮টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রায় ৪ লাখ শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে দাবি আসছিল

সনদ : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

সনদ : শিক্ষক নিবন্ধন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সনদের মেয়াদ তুলে দেয়ার। বিষয়টি উচ্চ আদালতে পর্যন্ত গড়ায়। ২০১১ সালে একজন পরীক্ষার্থী হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন। তখন হাইকোর্ট রুলনিশি জারি করে এবং এনটিআরসিএকে জবাব দিতে বলেন। কিন্তু এর পরও ২০১২ সালের জুলাই মাসে বিধিমালায় যে সংশোধনী আনা হয় তখনও মেয়াদের বিষয়টি বহাল রাখা হয়। জানা গেছে, ভুক্তভোগীরা মামলার বাইরে এ নিয়ে মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতেও প্রতিকার দাবি করেন। ওই প্রেক্ষাপটে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গত বছর ৭ নভেম্বর সনদের ৫ বছরের মেয়াদ বিলোপের সুপারিশ করে। জানা গেছে, পরে বিষয়টি এনটিআরসিএর নির্বাহী কমিটিতে আলোচনা শেষে এ ব্যাপারে নির্দেশনা চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র পাঠানো হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২৩ মার্চ শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসেরের সভাপতিত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতেই সনদের মেয়াদ ৫ বছর বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত হয়। শুধু তাই নয়, সভায় এর আগে যারা একবার পাস করেছেন কিন্তু ৫ বছরের বাধ্যবাধকতার কারণে সনদের মেয়াদ পার হয়েছে— তাদের ক্ষেত্রেও এটা কার্যকর হবে। অর্থাৎ তারাও এনটিআরসিএ উত্তীর্ণ বলে গণ্য হবেন এবং চাকরি অনুসন্ধান করতে পারবেন। বেসরকারি শিক্ষক পরীক্ষা গ্রহণ, নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন বিধিমালা ২০০৬ অনুযায়ী এনটিআরসিএ তার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই বিধিমালার ১০(১) ধারায় সনদের মেয়াদের কথাটি রয়েছে। তাই নয়া সিদ্ধান্তের কারণে সংশ্লিষ্ট ধারাটি এখন সংশোধন করা হবে। জানতে চাইলে এনটিআরসিএর চেয়ারম্যান আশীষকুমার সরকার বলেন, শিক্ষার্থীদের স্বার্থে এবং তাদের দাবির কথা বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে এখনও জরুরি উদ্যোগ নিয়েছে।